দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ....3. SEP. 2009...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...(১)......

ঢাবির ৬টি বিভাগে এবারো মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারছে না

অধিকাংশ শিক্ষক বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ডীনের আপত্তি উপেক্ষা করে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

একাডেমিক কাউন্সিলের অধিকাংশ শিক্ষক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ডীনের আপত্তি সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত অর্ধশতাধিক প্রফেসর 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়েছেন। গতকাল (বুধবার) বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভা সূত্র জানায়, একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির বিষয়টি ১২২নং এজেন্ডাভুক্তি করা হয়। এসএসসি ও এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের শর্তারোপের ওই এজেন্ডা বিকাল ৩টার দিকে সভায় উত্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সভায় এজেন্ডার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক প্রফেসর মতামত প্রকাশ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভিসি শর্তারোপের বিপক্ষে মতামত প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে শুধু পক্ষে কথা বলার সুযোগ দেন। এ নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন পৃঃ ১২ কঃ ৪

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারছে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৭ ডীনসহ অধিকাংশ প্রফেসর। এরপরও ভিসি একক ক্ষমতা দেখিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাস হয়েছে বলে সভায় রেজুলেশন করেন। এ সময় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ৩০ জনের বেশি শিক্ষক সভাস্থল ত্যাগ করেন। নোট অব ডিসেন্ট দেন অর্ধশতাধিক শিক্ষক। তারা হলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম, ফার্মেসি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. আবদুর রশিদ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. আবুল বাশার, বাণিজ্য অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ওবায়দুল ইসলামসহ অর্ধশতাধিক প্রফেসর।

রেজুলেশনে লেখা হয়, ইংরেজি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষা বিজ্ঞান, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বর থাকতে হবে। এছাড়া অর্থনীতিতে ভর্তি হতে হলে মৌলিক অর্থনীতি থাকতে হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে এবারো মাদ্রাসা থেকে আসা শিক্ষার্থীরা ছয়টি বিভাগে ভর্তি হতে পারবে না। কারণ মাদ্রাসা সিলেবাসে বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ নম্বর ও ইসলামী অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত।

গত বছর বাংলা ও ইংরেজিসহ ৭টি বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। পাঁচজন শিক্ষার্থীর আদালতে রিট আবেদনের ফলে ওই বছরের ২৮ জানুয়ারি হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন সম্প্রতি আবারো বিষয়টি আলোচনায় আনে। কোর্টের রায়ের বিপক্ষে গিয়ে আবারো মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপের সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন।

বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম বলেন, অধিকাংশ শিক্ষকের বিরোধিতা সত্ত্বেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে ভিসি রেজুলেশন লিখে নেন। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পক্ষে একাধিক শিক্ষক কথা বলতে চাইলে তাদের কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এইএম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তে হাইকোর্টের রায়ের অবমাননা হতে পারে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। আমরা নোট অব ডিসেন্ট দেয়ার পরও ভিসি কৌশলে মাদ্রাসা ছাত্রদের বিষয়ে সিদ্ধান্তটি পাস করে নেন।

ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, গতবারের ভর্তি পরীক্ষায় শর্তারোপের বিষয়টি পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে হাইকোর্টের রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে গেছে। পদ্ধতিগত স্বচ্ছতার মাধ্যমে একাডেমিক কাউন্সিল '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে পাস করেছে।

নিন্দা ও প্রতিবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তে তীব্র ও প্রতিবাদ নিন্দা জানিয়েছে মাদরাসা ছাত্র-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি। সংগঠনের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান বলেন, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে যেভাবে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকারকে গলাটিপে হত্যা করে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এর পরিণাম শুভ হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে ইতোপূর্বে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে অবৈধ ঘোষণা করে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং এর মাধ্যমে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে ১৯৮৬ সালে প্রবর্তিত এসএসসি ও এইচএসসি'র সাথে দাখিল ও আলিমের সমমানের বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। অথচ এ মীমাংসিত বিষয়টিকে আবারও নতুন করে এজেন্ডা বানিয়ে অধিকাংশ শিক্ষকের মতামতের তোয়াক্কা না করে একক ক্ষমতাবলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মাদ্রাসা ছাত্রদের মৌলিক, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার দেশব্যাপী কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে রক্তের বিনিময়ে হলেও আদায় করে ছাড়বে।